জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, বৃহস্পতিবার

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা

মোঃ ফাইজুল কবীর

প্রাথমিক শিক্ষায় সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষমাত্রা পূরণ হওয়ার পর টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা নিয়ে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রার লক্ষ্য ৪-এ মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, প্রায় সকল শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করার পর তাদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অপর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ক্লাশে সব শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

এ দুটি চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। মানসম্মত শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? সহজভাবে বলা যায়, যে শিক্ষা একটি শিশুকে তার পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন নিশ্চিত করবে তাই মানসম্মত শিক্ষা। প্রায়োগিক দিক থেকে চিন্তা করলে এভাবে বলা যেতে পারে, একটি শিশু তার শ্রেণিতে পাঠ সম্পন্ন করার পরে যতগুলো শিখনফল অর্জন করার কথা, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্জন করা সম্ভব, সেটিই মানসম্মত শিক্ষা। এর জন্য প্রয়োজন শিশু বান্ধব শ্রেণিকক্ষ, উপযুক্ত পাঠ্যবই, সর্বোত্তম পরিবেশ আর ভাল শিক্ষক। এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা সহজ নয়, বিশেষ করে বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায়। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে এটির ৩য় পর্যায় চলছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ ও সংস্কার, আধুনিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, বই প্রস্তুত ও বিতরণ, শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ উপযুক্তভাবে পাঠদান, যোগ্যতাভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালুকরণ-এ বিষয়গুলো বাস্তবায়ন চলছে। এর বাইরেও বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ প্রাথমিক শিক্ষায় চলছে। তবে বেশির ভাগ কাজ এই কর্মসূচির মাধ্যমে হচ্ছে। গত চার বছরে প্রায় দুহাজার নতুন বিদ্যালয় ভবন ও প্রায় পনের হাজার নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় দশ হাজার বিদ্যালয়ের সংস্কার করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং এর আলোকে নতুন চার রঙা বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি ও পয়:নিস্কাসনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। এক লক্ষের অধিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষে চুয়াল্লিশ প্রকারের প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হচ্ছে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ হিসেবে সার্টিফিকেট- ইন-এডুকেশন (CinEd)-এর পরিবর্তে দেড় বছরব্যাপী ডিপ্লোমা -ইন-এডুকেশন(DPED) চালু করা হয়েছে। DPED প্রশিক্ষণটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইন্সষ্টিটিউট(IER) এর মাধ্যমে উন্নত করা হয়েছে এবং এটির সনদ IER প্রদান করে থাকে।

প্রতিটি শিশু যাতে সঠিকভাবে পড়ালেখা শিখতে পারে সে জন্য আধুনিক পদ্ধতির পাঠদানের ব্যাবস্থা নেয়া হয়েছে। Activity based Learning, Each Child Learn, এসব টেকনিক প্রয়োগ করা হচ্ছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম চালু করা হয়েছে। এর বাইরেও যোগ্যতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের আওতায় পাঠদান এবং যোগ্যতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের আওতায় পাঠদান এবং যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৫০ ভাগ যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন ছিল। আগামী ২০১৮ সালে শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা হবে।

বিবিএস এর জরিপ অনুযায়ী ঝরে পড়ার বর্তমান হার ২০%। প্রকৃত পক্ষে এই হার ৮% এর উপরে নয়। অতিরিক্ত যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, এটি প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার্থীদের দ্বৈততা এবং মাইগ্রেশন (শিক্ষার্থীর প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন) জনিত কারণে। এ দুটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপবৃত্তির ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও School Feeding এর আওতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বর্তমানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিশু উপবৃত্তির আওতায় আনা হচ্ছে। খাবারের ক্ষেত্রে বর্তমানে ৯৩টি উপজেলার সকল বিদ্যালয়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠান, জেলা/উপজেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় উদ্যোগে কিছু বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। সরকারের উদ্যোগে ও বিদেশি সহয়তা দুটি উপজেলায় দুপুরের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। সহায়ক ব্যাবস্থা হিসাবে সারা দেশে দুপুরের খাবার চালু করার জন্য বর্তমানে স্কুল ফিডিং পলিসি প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ দুটি কার্যক্রম জোরদার করতে পারলে ঝরেপড়া রোধ ও ক্লাসে উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মান সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য প্রতি বছর বার্ষিক বিদ্যালয়ে জরিপ (APSC) প্রকাশ করা হয়ে থাকে। মান উন্নয়নের জন্য ১৫টি Key performance Indicator (KPI) এবং ১৪টি Primary School Quality Level((PSQL) পরিমাপ করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলা ও গনিতে ৩য় ও ৫ম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের অর্জন, সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল, ৬ বছর বয়সের শিশু ভর্তি, ঝরে পড়ার হার, প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার, প্রি-প্রাইমারিতে শিশু ভতির হার, School level improvement plan(SLIP) গ্র্যান্ট প্রাপ্যতার হার, শিক্ষক- শিক্ষার্থীর অনুপাত ইত্যাদি। সর্বশেষ ২০১৫ সালে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে অধিকাংশ সূচকে কাঙ্খিত পর্যায়ে ফল এসেছে। তবে শিক্ষক- শিক্ষার্থী অনুপাত সহ কয়েকটি ক্ষেত্রে এখনও প্রাথমিক শিক্ষা পিছিয়ে রয়েছে। আগামীতে সরকারের এ বিষয়গুলোতে নজর দিতে হবে। বিশেষ করে বর্তমানে GDP'র ১.৩ ভাগ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ আছে। বিশ্বের খুব কম দেশেই এ রকম শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ অপ্রতুল। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত দেশ একটু এগিয়ে আছে তাদের কমপক্ষে GDP'র ৩ ভাগ বরাদ্দ থাকে। যে কোন বিষয়ে অগ্রগতির জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি একটি প্রাথমিক পূর্বশর্ত। এর পর সেই বরাদ্দের ভিত্তিতে ভাল পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে হয়। এ বিষয়টি বিবেচনা নিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের মূল অংশ। এই অংশটি অর্জনের ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়টি তাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

এ সমস্ত কাজের পরেও বিদ্যালয় পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরনের জন্য School level improvement plan এর আওতায় সারা দেশের সমস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০,০০০/- টাকা থোক হিসাবে দেয়া হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলো তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী Learning outcome অর্জনের জন্য এই টাকা ব্যায় করতে পারে।

এ সমস্ত প্রয়াসের পরেও একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রায় ৬৫,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চার লক্ষাধিক শিক্ষক এবং প্রায় ২ কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। সরকারের একার পক্ষে এই বিপুল সংখ্যাক শিক্ষকের মনোন্নয়ন কঠিন। এই কঠিন কাজটি করার জন্য সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। বেসরকারি সংস্থা, এনজিও এবং বিশেষ করে স্থানীয় উদ্যোগকে উদ্বদ্ধ করার জন্য জনসম্পৃক্ততাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এ ধরণের সম্মিলিত উদ্যোগে আমরা শিশুদের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবো এবং এর মাধ্যমে নিশ্চয়ই বাংলাদেশ শিক্ষায়, উন্নতিতে উদ্ভাসিত হবে।

লেখক : যুগ্ম-সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২২ মাঘ ১৪২২
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাণী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় 'প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য মানসম্মত ও জীবনমুখী শিক্ষার বিকল্প নেই। মানসম্মত শিক্ষার আলোকধারায় দেশের মানুষকে আলোকিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মানসম্মত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'মানসম্মত শিক্ষা, জাতীর প্রতিজ্ঞা' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সবার জন্য সমতা ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জীবন আর চেতনায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বর্তমান সরকার নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছে। এ লক্ষ্যে নতুন বছরের শুরুতেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মাল্টিমিডিয়া কাশরুম তৈরি, বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ সরবরাহ, ডিজিটাল লার্নিং সহায়ক কন্টেন্ট তৈরি, শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি ও স্কুল ফিডিং কার্যক্রমসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আজীবন স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। একটি সুশিক্ষিত, মেধাভিত্তিক ও বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জিত হবে এবং প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে মানুষের জীবন।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬'র সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবলায়
২২ মাঘ ১৪২২
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাণী

প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি। এ বিশ্বাস থেকেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতাত্তোর সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়টি সংবিধানে সংযোজিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং শিক্ষকদের চাকুরি সরকারিকরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপের ফলশুধারায় জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জিত হয়েছে। জাতিসংঘ গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চালুকৃত কর্মসূচিসহ প্রযুক্তি নির্ভর প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অহর্ণিশ কাজ করে যাচ্ছে। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়নের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন, ঝরেপড়া রোধ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য দ্বিতীয়বার শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ছাড়া দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি পরিচালন এবং গ্রামীণ এলাকায় উপবৃত্তির পরিধি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন এবং আঞ্চলিক অনগ্রসরতা বিবেচনায় রেখে পাহাড়ী অঞ্চল, চর, হাওড়-বাওর, চা-বাগান ও দুর্গম এলাকাসহ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের মাধ্যমে ১,০৩,৮৪৫জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করা হয়েছে এবং শিক্ষকদের বেতনের গ্রেড উন্নীত করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়াকে শিশুকেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক ও যোগ্যতাভিত্তিক করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও উন্নত করা হয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর পাঠদানের জন্য বিদ্যালয়গুলোতে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রদান করা হচ্ছে। এতে টেকসই ও প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬' উপলক্ষে সম্মাননার জন্য নির্বাচিত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হোক, সার্থক হোক- এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ্যাডঃ মোস্তাফিজুর রহমান, এম.পি)

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবলায়
২২ মাঘ ১৪২২
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাণী

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। এ বিশ্বাস থেকেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সনে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা আনয়ন, আঞ্চলিক অনগ্রসরতা বিবেচনায় বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষার সর্বস্তরে সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষা লাভের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরদান কর্মসূচি, বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ, ঝরেপড়া রোধ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালু ইত্যাদি কার্যক্রম সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

এখন গ্লোবাল এজেন্ডা হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। এ এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রযুক্তি-নির্ভর, দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবারের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'মানসম্মত শিক্ষা, জাতির প্রতিজ্ঞা'। 'রূপকল্প-২০২১'এর পথ ধরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। শিক্ষা সপ্তাহকে ঘিরে যারা শ্রম, মেধা ও মনন দিয়েছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬' এর প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতি অবশ্যই এগিয়ে যাবে-এ কামনা করছি।

মোঃ হুমায়ুন খালিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ মাঘ ১৪২২
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাণী

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে আমাদের সরকার দেশের শিক্ষাখাত বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাপনী পরীায় প্রায় শতভাগ উত্তীর্ণ হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে এবং তা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করে লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা ইউনেস্কো 'শান্তিবৃক্ষ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি। এ সাফল্য সুসংহত করার পাশাপাশি সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে দারিদ্র্যপীড়িত, অনগ্রসর,ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এ বছরের পয়লা জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রায় ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ১ কোটি ২৮ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপ-বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। বিনামূল্যে রঙিন পাঠ্যপুস্তক প্রদান, বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহ, ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের পৃথক ওয়াশ ব্লক নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। শিশুদের মধ্যে নেতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠন ও পাঠ্যপুস্তক সহজলভ্য করার জন্য ই-বুক চালু করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আমি আশা করি, সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা শিক্ষাখাতে সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়ন করে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে তুলে ধরতে পারব। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণ করতে সক্ষম হব।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

এমপি
১৬, লালমনিহাট-১
সভাপতি
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ঢাকা।
২২ মাঘ ১৪২২
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাণী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি এবং আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

সমৃদ্ধ দেশ ও আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই। এ উপলব্ধি থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল নাগরিকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক করে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ অনুসরণ করে বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগতমানের যথেষ্ঠ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার পাশাপাশি ঝরেপড়া রোধ ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬' এর আয়োজনের সফলতা প্রত্যাশা করছি।

আমি প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি ও দায়বদ্ধতা সমুন্নত রেখে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬' উপলক্ষে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্রছাত্রী যারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬' সফল হোক এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মোতাহার হোসেন, এমপি

মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২২ মাঘ ১৪২২
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাণী

টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি দেশকে এগিয়ে নেয় সমৃদ্ধির পথে। ফলে অর্জিত হয় অর্থনৈতিক মুক্তি ও জ্ঞান বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ মানব সম্পদ। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে সরকারের গৃহীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে মহানগর থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মেধা-শ্রম আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শত ভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ সম্ভব হয়েছে; কমে এসেছে ঝরে পড়ার হার। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শ্রেণিকক্ষে সফল পাঠ পরিচালনে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা ও অবদান রয়েছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করা হয়। সেই সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক নৈপুন্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য পুরস্কার দেয়া হয়।

প্রতি বছর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী সারাদেশে পালিত হয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। ফলশ্রুতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে প্রতিবছর নতুন সূর্যোদয়ের নব আলোকে দৃপ্ত প্রত্যয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সবাই অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে 'মানসম্মত শিক্ষা, জাতির প্রতিজ্ঞা'।

আমি আশা করি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জাতি দেশকে অচিরেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবে।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬'র সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ আলমগীর

মানসম্মত শিক্ষা, জাতির প্রতিজ্ঞা